317610 - কামরস (মযী) থকেে পবত্রিতা অর্জনরে পদ্ধতি

প্রশ্ন

কামরস বরে হওয়ার কারণে অণ্ডকোষ ধৌত করা ছাড়া নামায কি শুদ্ধ হবে? আমি শুনছেি শাফয়েী, মালকেী, হানাফী ও একদল হাম্বলীর মতে অণ্ডকোষ ধৌত করা লাগবে না?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

কামরস (মযী) নাপাক জনিসিরে অন্তর্ভুক্ত, যা থকেে পবত্রিতা অর্জন করা আবশ্যক।

ইবনু আব্দলি বার রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“কামরস পরচিতি ও স্বাভাবকি বস্তু। ... কামরস বরে হলে ওযু করা ওয়াজবি এবং নাপাক হওযা়র কারণে তা ধৌত করাও ওয়াজবি এ নয়িে মুসলমানদরে মধ্যে কোনো মতভদে নইে। এটি ইজমা।”[আত-তামহীদ (২১/২০৭)]

অতএব, যদি কামরস বরে হয়ে শরীরে লাগে, তাহলে যে স্থানে লগেছে তা ধুয়ে ফলো আবশ্যক। যে ব্যক্তি জানে যে তার শরীরে কামরস লগেছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তা না ধুয়ে নামাজ পড়ে, তার নামাজ শুদ্ধ হবে না।

শরীর বা কাপড় পবত্রি না থাকা অবস্থায় নামাজরে হুকুম সম্পর্কে (12720) ও (103846) নম্বর প্রশ্নরে উত্তর দখেুন।

দুই:

যদি কামরস অণ্ডকোষে লাগে তবে তা ধুয়ে নাপাক দূর করা আবশ্যক, যমেনটি পূর্বে উল্লখে করা হয়ছে।

কন্তিু যদি কামরস অণ্ডকোষে না লাগে এবং নর্িগমনরে স্থান অতক্রিম না করে, তবে এ অবস্থার ব্যাপারে আলমেদরে মধ্যে মতভদে রয়ছে: শুধু নর্িগমনস্থল ধোয়াই যথষ্টে হবে, নাকি সম্পূর্ণ লঙ্গি ও অণ্ডকোষ ধোয়া ওয়াজবি হবে?

ইমাম আহমদরে মত হলো: লঙ্গি ও অণ্ডকোষ উভয়টি ধোয়া ওয়াজবি।

আল-মারদাওয়ী রহমিাহুল্লাহ বলনে:

“নাপাক হওয়ার মতরে ভত্তিতি: মাযহাবরে সঠকি অভমিত হলো, কামরস বরে হলে লঙ্গি ও অণ্ডকোষ উভয়ই ধৌত করতে হবে।”[আল-ইনসাফ (২/৩২৮-৩২৯)]

এর দললি হলো: সহীহ বুখারী ও সহহি মুসলমিে আলী রাদযিাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লঙ্গি ধোযার নর্দিশে দযিছেনে, যার বাহ্যকি অর্থ হলো পুরো লঙ্গি ধোযা। আর বুখারী-মুসলমি ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে (যমেন মুসনাদ আহমদ) অণ্ডকোষ ধোযার নর্দিশে এসছে।

আলী (রাদযিাল্লাহু আনহু) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: “আমি এমন ব্যক্তি ছলিাম যার বশেি পরমিাণে কামরস বরে হত। তাই আমি এক ব্যক্তকিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে জজ্ঞিসে করতে পাঠালাম, তাঁর কন্যার মর্যাদার কারণে (নজিে লজ্জাবশতঃ জজ্ঞিাসা করনি)। সে জজ্ঞিসে করলে তনিি বললনে: ‘ওযু করো এবং তোমার লঙ্গি ধুয়ে নাও।’”[হাদীসটি বুখারী (২৬৯) ও মুসলমি (৩০৩) বর্ণনা করনে]

এই পাঠরে প্রত্যক্ষ অর্থ হলো: পুরো লঙ্গি ধোযা। তবে অধকিাংশ আলমে বলছেনে: এখানে ‘লঙ্গি’ দ্বারা উদ্দশ্যে কামরস নর্গিমনরে স্থানটুকু; পুরো লঙ্গি নয়। তারা এটাকে অন্য সব নাপাকরি ওপর কয়িাস করছেনে। কারণ অন্য সব নাপাকরি ক্ষত্রেে শুধু নাপাক লাগার স্থানটুকু ধোযা আবশ্যক হয়।

ইবনু দাকীকলি ঈদ রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“তারা (ফকীহরা) মতভদে করছেনে: পুরো লঙ্গি ধোযা হবে; নাকি শুধু নাপাকরি স্থান ধোযা হবে? অধকিাংশ আলমেরে মত হলো, শুধু নাপাকরি স্থান ধোযা যথষ্টে।”[ইহকামুল আহকাম (১/৭৪)]

নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“ওয়াজবি হলো শুধু নাপাকরি স্থান ধোযা; এটাই আমাদরে মাযহাব এবং অধকিাংশ আলমেরে মত।”[আল-মাজমূ‘ (২/১৪৪)]

ইবনে রজব রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“কামরসরে কারণে লঙ্গি ধোযার নর্দিশেরে মর্ম নয়িে আলমেদরে মতভদে হয়ছে: এতে কি শুধু যটেুকুতে কামরস লগেছে সটেুকু ধোযা বোঝানো হয়ছে; নাকি পুরো লঙ্গি ধোযা বোঝানো হয়ছে? এ বষিয়ে দুইটি মত আছে এবং দু’টোই মালকে ও আহমদ থকেে বর্ণতি মত।”[ফাতহুল বারী (১/৩০৪)]

ইবনে দাকীকলি ঈদ রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“অধকিাংশ আলমে ‘লঙি্গ’ শব্দরে প্রকৃত অর্থ তথা ‘সমগ্র লঙি্গ’ গ্রহণ না করে অন্য অর্থ গ্রহণ করছেনে হতেুর দকিে দৃষ্টি দযি়ে। কারণ ধোয়াকে আবশ্যককারী হলো: কামরসরে নর্িগমন। এই হতেুর দাবী হলো শুধু নর্িগমনস্থলইে ধোয়া সীমাবদ্ধ থাকা।”[ইহকামুল আহকাম (১/৭৪)]

আবূ জা‘ফর আত-তাহাবী রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“যুক্তরি দকি থকেে বষিয়টি হলো: আমরা দখেলাম ‘কামরস নর্িগমন’ একটি অপবত্রিতা (হাদাস)। তখন আমরা অন্যান্য অপবত্রিতার দকিে লক্ষ্য করলাম, এতে করে কী ওয়াজবি হয়? পায়খানা বরে হলে শুধু শরীররে যখোনে লগেছেে তা ধোয়া ওয়াজবি হয়, এর বশেি নয়। তবে নামাযরে জন্য পবত্রিতা অর্জন ব্যতক্রিম (সক্ষেত্রেে আরো কছিু ধুইতে হয়)। তমেনি রক্ত বরে হলওে (যারা এটকিে অপবত্রিতা বলনে) একই বধিান।

সুতরাং এর বধিানও অন্যগুলোর মত হওয়াটা যুক্তযিুক্ত। কামরস বরে হওয়া অপবত্রিতা (হাদাস), এতে করে শুধু শরীররে যখোনে তা লগেছেে সটেুকু ধোয়া ওয়াজবি হবে। তবে নামাযরে জন্য পবত্রিতা অর্জনরে বষিয়টি ভন্নি। এটইি আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রাহমিাহুমুল্লাহুর মত।”[শারহু মা‘আনলি আছার (১/৪৮)]

নাপাকি বলার প্রবক্তারা এ যুক্তরি জবাবে বলনে: নর্িগমনস্থলরে চয়েে বশেি স্থান ধোয়া আবশ্যক হওয়া অসম্ভব নয়। শরীয়তে এর নজরি আছে। যমেন বীর্য বরে হলে পুরো শরীর ধোয়া ফরজ হয়। তারা বলনে: লঙি্গ ও অণ্ডকোষ ধোয়ার উপকারতিা হলো: এতে বীর্যরে নর্িগমন স্থগতি হয়ে যায়।

ইবনে তাইমযি়্যা রহমিাহুল্লাহ বলনে:

“এটি উত্তজেনার সাথে বরে হয়। তাই এর কারণে নর্িগমনস্থলরে চয়েে বশেি স্থান ধোয়া আবশ্যক হতে পার,ে যমেনটি বীর্যরে ক্ষত্রেে। কারণ অণ্ডকোষ হলো এর পাত্র। সগেুলো ধুইলে নর্িগমন স্থগতি হয়ে যায় এবং এর প্রভাব দূর হয়ে যায়।”[শরহুল উমদাহ (১/১০৩)]

ইমাম আহমদ মুসনাদে (২/২৯৩) এবং আবূ দাউদ (২০৮) হশিাম ইবনে উরওয়া থকেে বর্ণনা করনে, তনিি উরওয়া থকেে বর্ণনা করনে, তনিি বলনে: “আলী ইবনু আবী তালবি মকিদাদকে বললনে। ... মকিদাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জজ্ঞিাসা করলে তনিি বললনে: ‘সে যনে তার লঙি্গ ও অণ্ডকোষ ধুয়ে নয়ে।’”

হাফযে ইবনে হাজার আত-তালখীসুল হাবীর (১/১১৭)-এ বলনে:

“আবূ দাউদ উরওয়ার সূত্রে আলী থকেে বর্ণনা করছেনে: ‘সে তার অণ্ডকোষ ও লঙি্গ ধুয়ে নয়ে’। যদওি উরওয়া আলী থকেে হাদসি শোনেনেনি, তবে আবূ আওয়ানা তার সহীহ গ্রন্থে উবাইদা থকেে আলী হয়ে এই অতরিক্তি অংশসহ বর্ণনা করছেনে

এবং উক্ত সনদরে ব্যাপারে কোনো আপত্তি নইে।”

সান‘আনী সুবুলুস সালাম (১/১৯৯)-এ বলনে:“এই বর্ণনা সহীহ হওয়ার পর এটি গ্রহণ না করার ক্ষত্রেে কোনো ওজর নইে।”

আবূ দাউদ (২১১) বর্ণনা করনে: আলা ইবনুল হারসি থকেে, তনিি হারাম ইবনে হাকীম থকেে, তনিি তার চাচা আব্দুল্লাহ ইবনে সা‘দ আল-আনসারী থকেে, তনিি বলনে: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জজ্ঞিসে করলাম, কোন জনিসি গোসল ফরজ করে এবং পানরি পরে যে পানি বরে হয় তা সম্পর্কে। তনিি বললনে: ‘ওটা কামরস। প্রত্যকে পুরুষরেই কামরস বরে হয়। তুমি তোমার লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষ ধুয়ে নবে এবং নামাজরে জন্য ওযু করব।ে’” এ হাদীসকে শাইখ আলবানী সহীহ সুনান আবি দাউদ (১/৩৮১)-এ সহীহ বলছেনে।

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহ বলনে:“কামরসরে ক্ষত্রেে ওয়াজবি হলো লঙ্গি ও অণ্ডকোষ ধোয়া।”[ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (১৭/৫৮)]

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি আলমেরা বলনে:

“ ... কামরস নাপাক। অতএব যদি কামরস বরে হয, তবে লঙ্গিরে গোড়া থকেে ধুয়ে ফলেবে এবং অণ্ডকোষ ধুয়ে ফলেব।ে আর কাপড় ও শরীরে যা লগেছে তাতে পানি ছটিাব।ে কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে কামরসরে কারণে লঙ্গি ও অণ্ডকোষ ধোয়া এবং ওযু করার নর্দিশে দয়িছেনে এবং কাপড়ে যা লগেছে তাতে পানি ছটিাতে বলছেনে।”

আল্লাহই তাওফীকদাতা। আমাদরে নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরবিার ও সাহাবীদরে প্রতি দরূদ ও সালাম।

ইলমী গবষেণা ও ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটি

আবদুল্লাহ ইবনু কু‘উদ ... আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইয়ান ... আব্দুর রাযযাক আফফিী ... আবদুল আযীয বনি আবদুল্লাহ বনি বায”[ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দায়মিাহ (৫/৩৮২)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: কামরস বরে হলে লঙ্গি ও অণ্ডকোষ ধোয়ার ব্যাপারে কোন মতটি অধকি শক্তশিালী?

তনিি উত্তর দনে: ‘অধকি শক্তশিালী মত হলো ওয়াজবি হওয়া। এতে একটি চকিৎিসাগত উপকারও আছ।ে তা হলো: লঙ্গি ও অণ্ডকোষ ধুইলে কামরস বরে হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।’[শাইখ ইবনু উসাইমীনরে ‘আল-কাফী’ গ্রন্থরে টীকা]

সুতরাং সহীহ হাদীস থাকার কারণে কামরস বরে হলে লঙ্গি ও অণ্ডকোষ ধোয়া ওয়াজবি। এই মতই অধকি শক্তশিালী।

আর নামায সঠকি হওয়ার ক্ষত্রে এ ধরনরে ইজতহিাদি বষিয়ে কোনো ব্যক্তি দুই মতরে কোনো একটি মতকে সঠকি মনে করে তা অনুসরণ করলে অথবা কোনো ইমামরে তাকলীদ করলে তার জন্য কোনো গুনাহ নইে।

(166106) ও (49752) নং প্রশ্নরে উত্তরও দখেুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।